রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ মাঘ ১৪২৭/১৬ জানুয়ারি ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০১৪—দেশের নারী-অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম গত ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

২। আয়শা খানমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ পৌষ ১৪২৭/১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৭ পৌষ ১৪২৭ / ১১ জানুয়ারি ২০২১

দেশের নারী-অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম গত ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

আয়শা খানম ১৯৪৭ সালে নেত্রকোনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

আয়শা খানম ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন শৈশব থেকেই। ছাত্রাবস্থায়ই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় রোকেয়া হল ছাত্রসংসদের সহসভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আয়শা খানম বাষট্টির ছাত্র-আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানসহ সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল সক্রিয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও সমানাধিকারভিত্তিক সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আয়শা খানম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকায় শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। এ ছাড়া, তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধিকার আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও প্রতিবাদমুখর জনসচেতনতা ও জনরোষ বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্তকরণ ও শক্তিসঞ্চারণে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে তীক্ষ্ণ যুক্তিবোধসম্পন্ন বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। পরে এপ্রিলের শেষ দিকে আগরতলায় চলে যান এবং সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধা-ক্যাম্প ও শরণার্থী শিবিরগুলিতে কাজ করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা, প্রণোদনা দান এবং শরণার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। দেশপ্রেমে দীক্ষিত কর্মপ্রবণ এই নারীযোদ্ধা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার প্রাক্কালে মুক্তিযোদ্ধাদের সংক্ষিপ্ত ওরিয়েন্টেশন দিতেন আত্মনিবেদিত দেশপ্রেমী আয়শা খানম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন আয়শা খানম। ঐ সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় কাজ করেন।

নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কাজ করে যাওয়া আয়শা খানম শুরু থেকেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। উক্ত পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০০৮ সাল থেকে উক্ত সংগঠনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন আয়শা খানম।

আয়শা খানম আজীবন নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সদাসোচ্চার।

মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় যোদ্ধা, নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অভিভাবক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক আয়শা খানমের মৃত্যুতে দেশ একজন মহীয়সী নারী-সংগঠককে হারাল। দেশের নারী-সমাজ হারাল একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও সাহসী সহযোদ্ধাকে।

মন্ত্রিসভা আয়শা খানমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd